مؤسسة وكالات الحج البنغلادشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH (HAAB)

সূত্র: হাব/হ:ওম:নীতি-খসড়া/২০২০/৩৮৭ তারিখ: ৩০ ডিসেঃ, ২০২০ ইং

প্রাপক : সম্মানিত সকল সদস্য, হাব।

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির 'খসড়া' সম্পর্কে অবহিতকরণ

প্রিয় মহোদয়,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং চূড়ান্ত হতে এখনো অনেক ধাপ বাকী। খসড়া জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছি। হজ্জ কিংবা ওমরাহ্ এজেন্সীর যেকোন প্রকার অনিয়ম প্রমাণিত হলেই যে হজ এজেন্সীর জন্য সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা ও ওমরাহ এজেন্সীর জন্য সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা শাস্তি হবে বিষয়টি এমন নয়। এ ব্যাপারে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত শাস্তির পর্যায়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। এজেন্সীর মালিককে সতর্কীকরণ;
২। এজেন্সীর মালিককে তিরস্কার;
৩। এজেন্সীর নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত;
৪। এজেন্সীর আংশিক জামানত বাজেয়াপ্ত ;
৫। এজেন্সীর পূর্ণ জামানত বাজেয়াপ্ত ;
৬। এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল;
৭। হজ এজেন্সীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০১ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা এবং ওমরাহ এজেন্সীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০১ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রস্তাবিত শাস্তিসমূহ মূলত অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে এবং হাব এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। হজ ও ওমরাহ এজেন্সির স্বার্থবিরোধী কোন আইন বা নীতিমালা প্রনয়ণ হাব কখনো সমর্থন করবে না। হজ ও ওমরাহ পালন করতে গিয়ে কোন হজযাত্রী ফিরে না আসলে মানবপাচারকারী হিসেবে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রাখার প্রচেষ্টা করা হলেও হাব এর তৎপরতায় তা রহিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে হজ ও ওমরাহ নীতিমালায় অর্থদণ্ড/জরিমানার কোন সীমা উল্লেখ না থাকার কারনে হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে দুই/তিন কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার নজিরও রয়েছে। সর্বোপরি পূর্বের হজ ও ওমরাহ নীতিমালায় যে সকল আইন কানুন ছিল, বর্তমানে খসড়া হজ ও ওমরাহ আইনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হাব সদস্যদের অনুকূলে আরো সহজ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে পূর্বের নীতিমালা ও বর্তমান খসড়া আইনের তুলনামূলক একটি চিত্র নিম্নে পেশ করা হলো:

পূর্বের হজ ও ওরমাহ নীতিমালা	বর্তমান খসড়া হজ ও ওরমাহ আইন
১। অর্থ দন্ড/জরিমানার পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত ছিল না, এটি ছিল সীমাহীন। ২। এজেন্সির মালিকানা পরিবর্তনের কোন বিধান ছিল না। ৩। উভয়পক্ষের বক্তব্য না শুনেও শাস্তি প্রদান করা হত।	১। অর্থ দন্ড/জরিমানার পরিমাণ হজ এজেন্সীর ক্ষেত্রে ০১ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এবং ওমরাহ এজেন্সীর ক্ষেত্রে ০১ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা। ২। এজেন্সির মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে। ৩। উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানির বিধান রাখা হয়েছে।

বর্তমানে হজ ও ওমরাহ আইনের খসড়া অনুমোদন হয়েছে মাত্র। খসড়া হজ ও ওমরাহ আইন চূড়ান্ত হতে আরো বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংযোজন-বিয়োজন ও সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর স্বার্থবিরোধী কোন আইন বা নীতিমালা যাতে চূড়ান্ত না হয় সে বিষয়ে বর্তমান হাব সচেষ্ট রয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,
ফারুক আহমদ সরদার
মহাসচিব

সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Center (15th Floor, Hotel Victory Ltd) 30/A, Naya Paltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 58317030, 9338867, 9338868, Fax: 88-02-9338526, E-mail: haab01bd@gmail.com, Web: www.haabbd.com